



## সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

### জীবনপঞ্জি

- ১৯২২- ১৫ আগস্ট চট্টগ্রামের ষোলশহরে জন্মগ্রহণ করেন। ‘ডেথ সার্টিফিকেট’ অনুসারে জন্ম : ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২২।
- ১৯৩৬- ভোরের আলো সম্পাদনা। হাতে লেখা পত্রিকা।
- ১৯৩৯- কুড়িগ্রাম হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি।
- ১৯৪৩- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিস্টিংশনসহ বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
- ১৯৪৫- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে এম.এ শ্রেণির ছাত্র।
- ১৯৪৫- কলকাতার দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার সহ সম্পাদক।
- ১৯৪৭- ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক।
- ১৯৪৮-প্রথম উপন্যাস ‘লালসালু’ কমরেড পাবলিশার্স কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ-বছরই রেডিও পাকিস্তান করাচি-কেন্দ্রে বার্তা-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন।
- ১৯৫১- ৫ মে নয়া-দিল্লিতে পাকিস্তান দূতাবাসের তৃতীয় সেক্রেটারির মর্যাদায় প্রেস এটাচি হিসেবে যোগদান করেন।
- ১৯৫২-অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ২৭ অক্টোবর প্রেস এটাচি হিসেবে বদলি হন।
- ১৯৫৪- সিডনিতে প্রেস এটাচি হিসেবে কর্মরত ছিলেন ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত। এ-তারিখ থেকেই তথ্য-অফিসার হিসেবে ঢাকা আঞ্চলিক তথ্য-অফিসে স্থানান্তরিত হন। তিনি এ-চাকরিতে ছিলেন দেড় বছর।
- ১৯৫৫-রচিত নাটক ‘বহিপীর’-এর জন্য -P.E.N-এর একটি আঞ্চলিক পুরস্কার প্রাপ্তি। দৈনিক সংবাদ-এর স্বাধীনতা সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘সুড়ঙ্গ’। ৩ অক্টোবর সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, করাচিতে। তাঁর ফরাসি সহধর্মিণীর নাম; অ্যান-মারি লুই রোজিতা মার্সেল তিবো। বিয়ের পূর্বে অ্যান তিবো ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে আজিজা মোসাম্মৎ নাসরিন নাম গ্রহণ করেন।
- ১৯৫৬-২৮ জানুয়ারি জাকার্তায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথ্য-পরিচালক হিসেবে স্থানান্তরিত হন। এ-পদে তাঁর চাকরির স্থায়ীত্বকাল ছিল দেড় বছর।
- ১৯৫৭- তথ্য-পরিচালকের পদ বাতিল হয়ে যাওয়ায় জাকার্তার পাকিস্তানী দূতাবাসে দ্বিতীয় সেক্রেটারির মর্যাদার প্রেস এটাচি নিযুক্ত হন।
- ১৯৫৮- ডিসেম্বর মাসে জাকার্তা থেকে করাচি স্থানান্তরিত হন তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ে ‘অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি’ রূপে। পাকিস্তানে তখন সামরিক শাসন।
- ১৯৫৯- ১৬ মে থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে লন্ডনে প্রেস এটাচি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
- ১৯ অক্টোবর জার্মানির বন-এ প্রেস এটাচি হিসেবে যোগদান করেন।
- ১৯৬০- ফেব্রুয়ারি মাসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ফাস্ট সেক্রেটারি রূপে পদোন্নতি লাভ করেন।
- ১৯৬১- ১ এপ্রিল প্যারিসে একই পদে স্থানান্তরিত হন।
- ১৯৬১- শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক হিসেবে ‘বাংলা একাডেমি পুরস্কার’-এ সম্মানিত হন। ‘লালসালু’র ফরাসি রূপান্তর L’ Arbres sans racines, Editions du Seuil কর্তৃক প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়।
- ১৯৬২- সংলাপ-পত্রিকায় ‘একটি বিচারকের কাহিনি’ প্রকাশিত।

১৯৬৩-সমকাল-পত্রিকায় প্রকাশিত হয় একাক্ষিকা ‘উজানে মৃত্যু’।

১৯৬৪-প্রকাশিত হয় ‘চাঁদের অমাবস্যা’ এবং ‘সুড়ঙ্গ’।

১৯৬৫- গল্পসংকলন ‘দুইতীর ও অন্যান্য গল্প’ প্রকাশিত হয় এবং এ-গ্রন্থের জন্য ‘আদমজী পুরস্কার’ লাভ করে।

জুন ১৯৬৫-তে প্রকাশিত হয় ‘তরঙ্গভঙ্গ’।

১৯৬৭ আগস্ট, পি-৫ গ্রেডে প্যারিসেই ইউনেস্কোতে প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট হিসেবে নিযুক্ত হন।

‘লালসালু’র ইংরেজি রূপান্তর Tree without Roots ইউনেস্কোর সহযোগিতায় লন্ডনের প্রকাশনা

সংস্থা Chattu & Windus প্রকাশ করেন।

১৯৬৮ প্রকাশিত হয় ‘কাঁদো নদী কাঁদো’।

১৯৬৯ ১৮ ডিসেম্বর সপরিবারে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। সাহিত্যিক মহলে বিপুলভাবে সংবর্দিত হন। তিনি এ-সময় একমাস দেশে অবস্থান করেন। টাঙ্গাইলেও বেড়াতে যান।

১৯৭০ কিছুদিনের জন্য দেশে আসেন, একাকী। ইউনেস্কো থেকে চাকরিচ্যুত হন ৩১ ডিসেম্বর।

১৯৭১ ২৬ মার্চ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্যারিসে অবস্থান করে স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। এ-সময় তিনি ছিলেন চাকরিচ্যুত।

১০ অক্টোবর গভীর রাতে পাঠরত অবস্থায় মস্তিষ্কে রক্ত-ক্ষরজনিত কারণে তিনি লোকান্তরিত হন।

১৯৮৩ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ মরণোত্তর ‘একুশের পদক’-এ সম্মানিত হন।

গ্রন্থপঞ্জি

উপন্যাস

লালসালু।। প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৫৫ [জুলাই ১৯৪৮]। প্রকাশক : কমরেড পাবলিশার্স, ৬২ সুভাস এ্যাভিনিউ, ঢাকা।

চাঁদের অমাবস্যা।। প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৪। প্রকাশক : নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার : নিউ মার্কেট, ঢাকা।  
কাঁদো নদী কাঁদো।। প্রথম সংস্করণ, মে ১৯৬৮। প্রকাশক : নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার : নিউ মার্কেট, ঢাকা।

Tree Without Roots. [লালসালুর ইংরেজি রূপান্তর] First published in 1967 by Chattu & Windus, 42 William IV Street, London W.C.2. Tr. Qaisar Saeed, Anne-Marie Thibaud, Jeffrey Gibian and Malik Khayyam.

L’Arbre sans racines. [লালসালুর ফরাসি রূপান্তর।] Tr. Anne-Marie Thibaud, প্রকাশনা : Editions du Seuil, Paris 1961.

ছোটগল্প

নয়নচারী।। প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৫১ [মার্চ ১৯৪৫]। প্রকাশক : পূর্বাণ। লিমিটেড, পি-১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা।

দুইতীর ও অন্যান্য গল্প।। প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৬৫। প্রকাশক:নওরোজ কিতাবিস্তান বাংলাবাজার : নিউমার্কেট, ঢাকা।

গল্প-সমগ্র।। প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৭২। প্রকাশক: শকসারী, ১৭২/৩৫ আচার্য জগদীশবসু রোড, কলকাতা।  
নাটক

বহির্পীর।। প্রথম প্রকাশ [১৯৬০]। প্রকাশক : গ্রীন বুক হাউস লিমিটেড, ৮৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

তরঙ্গভঙ্গ।। প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৩৭১। প্রকাশক: বাংলা একাডেমি, বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

সুড়ঙ্গ।। প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৬৪। প্রকাশক : বাংলা একাডেমি, বর্ধমান হাউস, ঢাকা।

উজানে মৃত্যু।। (একাক্ষিকা) ‘সমকাল’-এর ১৩৭০ সনের ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ 'নয়নচারা'